প্রথম আলো

তারিখ 25 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

আতঙ্কে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মালিকেরা

পরস্পরবিরোধী অবস্থানে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠার পর এমবিবিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। অনুত্তীর্ণরা বলছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় ভালো পরীক্ষা দিয়েও তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারেননি। অন্যদিকে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস যদি হয়েও থাকে তার দায়দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। এ জন্য উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না।

অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে গতকাল শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেন।

অন্যদিকে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা আজ শনিবার সকাল ১০টায় একই স্থানে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রায় অর্ধশত ছাত্রছাত্রী গতকাল *প্রথম আলো* কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা বাতিল না করে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানান। তাঁরা বলেন, পরীক্ষা হওয়ার পর কোনো রকম প্রতিবাদ না করে ফল প্রকাশ হয়ে গেলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তোলা যৌক্তিক নয়।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় ফার্মগেটসহ রাজধানীর কয়েকটি এলাকার কোচিং সেন্টারের মালিকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সূত্রমতে, কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা তাদের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, ফল প্রকাশের পর পরীক্ষা বাতিলের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পরীক্ষা শুরুর আগে বা পরে এ দাবি উঠলে তা বিবেচনা করা যেত। পরীক্ষার ফল বাতিল করা সম্ভব না হলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কি না বা কারা এ ধরনের গুজব ছড়িয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, প্রথমবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে—এমন অভিযোগ শোনার পর পরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি।

খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ আরও বলেন, কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। তিনি এ বছর আসন বিন্যাস, ভর্তি ফরম নেওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং সেন্টারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছেন। এ জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু কোচিং সেন্টার তাঁর বিরুদ্ধেও উঠেপড়ে লেগেছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে। সংগঠনের নেতারা বলেন, চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকে ধ্বংস করার জন্য এক শ্রেণীর কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সামসুল আলম সজ্জন এবং সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মামুন এক বিবৃতিতে বলেন, কোচিং সেন্টারের আড়ালের প্রশ্নপত্র কেনাবেচা হলেও প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ঘোষিত ফলাফল বাতিল ও নতুন করে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে শিক্ষার্থীরা গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন —প্রথম আলো

(চিকিৎসা শিক্ষা) বলেন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও আজকাল মা-বাবা বা শিক্ষকদের চেয়ে কোচিং সেন্টারকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এটা সামাজিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুমিল্লা অফিস জানায়, নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে গতকাল শহরের কান্দিরপাড় পূবালী চত্বরে শতাধিক ছাত্রছাত্রী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় কয়েকজন পরীক্ষার্থী হুমকি দেন, ফলাফল বাতিল না করলে তাঁরা আত্মাহুতি দেবেন। অভিভাবকদের মধ্যে ডা. উৎপল কুমার রায়, ডা. আব্দুল মান্নান, পাপড়ি বসু প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, গতকাল টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে একদল পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা ফলাফল বাতিলের দাবি জানান। তাঁরা অভিযুক্ত কোচিং সেন্টার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি